দৈনিক সংবাদ

তারিখ 23 NOV 1993
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৪

প্রকৌশল শিক্ষা ও বিআইটি

ডঃ এম শামসুল আলম
(বিআইটি, রাজশাহী)

মরহুম রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান দেশের প্রকৌশল শিক্ষার সংকট নিরসন এবং প্রকৌশল শিক্ষার সমৃদ্ধির তাগিদে ভারতের আইআইটির আদলে সাবেক প্রকৌশল মহাবিদ্যালয়গুলোকে বিআই-টিতে রূপান্তরের যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, তার রূপরেখা ও বিধি প্রণয়নের গুরুদায়িত্ব তিনি তৎকালীন প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ওয়াহিদ উদ্দিন আহমেদের ওপর অর্পণ করেন। যথার্থই তিনি অবলোকন করেছিলেন যে, প্রতিবছর প্রকৌশল মহাবিদ্যালয়গুলো এ দেশের শতকরা ৫০ ভাগেরও বেশি প্রকৌশলী তৈরি করে থাকে, অথচ শিক্ষক ও শিক্ষার অভাবে এই প্রকৌশলীদের মানের যেভাবে অবনতি ঘটছিল তাতে এ অবস্থা রোধ করা না গেলে এর আশংকাজনক প্রভাবে দেশের সার্বিক কার্যক্রম প্রভাবিত হওয়া ছিল অবশ্যম্ভাবী, তাই এ সংক-টের একটি গ্রহণযোগ্য ও সময়োপযোগী সমাধান ছিল তার একান্ত কাম্য।

যেসব পুঞ্জীভূত সমস্যার কারণে প্রকৌশল মহাবিদ্যালয়গুলো সে সময় বন্ধ হবার উপক্রম হয়েছিল, তন্মধ্যে বিশেষ-ভাবে উল্লেখ্য, শিক্ষক সংকট (কোন বিভাগে মাত্র দু'জন শিক্ষক আছেন- এমনও দেখা গেছে)। বিভিন্ন শিক্ষক পদে বিজ্ঞপ্তি দিয়েও লোক পাওয়া যায়নি; যোগ্যতা নেই এমন লোককে নিয়োগ করা হচ্ছিল; শুধুমাত্র বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রী নিয়ে বহু শিক্ষকই সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন; পিএইচডি ডিগ্রীধারী অধ্যক্ষ ও অধ্যাপক ছিল না বললেই চলে; কোন শিক্ষক গবেষণা বা তৎসম্পর্কিত কোন কাজ করছেন এমন কারোও সন্ধান মেলেনি। প্রকৌশলে স্নাতক ডিগ্রী প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানে এই বিপর্যস্ত অবস্থা ছিল শুধু অসহনীয়ই নয়, অবিশ্বাস্য ও অবর্ণনীয়ও। এমনি এক অবস্থায় রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের নির্দেশে শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে সভাপতি করে দেশের বিশিষ্ট শিক্ষা-বিদদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করেন। এই কমিটির বেশ কয়েকটি মিটিং-এর মধ্যে দু'টি মিটিং-এ তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। উল্লিখিত কমিটির সুপারিশ এবং এ সমস্ত আলোচনা, পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে ভারতের আইআইটি-এর অনুকরণে প্রকৌশল মহাবিদ্যালয়গুলোকে বিআইটিতে রূপা-ন্তরের প্রস্তাবনা ও তৎসম্পর্কিত খসড়া অধ্যাদেশ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের নিকট পেশ করা হয়। তিনি এ প্রস্তাব সানন্দে গ্রহণ করেন। তার এ উদ্যোগ বাস্তবায়নের জন্য সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ের অনুমোদন ও আনুষ্ঠানিকতা সম্পাদনের দায়িত্ব তিনি তৎকালীন ভাইস প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আবদুস সাত্তারের ওপর সরাসরি ন্যস্ত করেন। কিন্তু তার এ উদ্যোগ বাস্তবায়িত হবার পূর্বেই তিনি নিহত হন। এরপর বিচারপতি আবদুস সাত্তার এ বিষয়ে যখন কেবিনেটের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তখনই দেশে সামরিক শাসন জারি হয়। বিআইটি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সরকার তথা মরহুম রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের যে আগ্রহ, উদ্যোগ, আন্ত-রিকতা, তৎপরতা, তদুপরি বিভিন্ন পর্যায়ের যে কার্যক্রম লক্ষ্য করা গেছে, তাতে সকল মহল শুধু মুগ্ধই হয়নি, অনেক বেশি অভিভূতও হয়েছিল।

দীর্ঘ বাধা-বিপত্তি ও কালক্ষেপণের পর ১৯৮৬ সালে মরহুম রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান নির্দেশিত বিআইটিসমূহের অধ্যা-দেশ বাস্তবায়িত হয়। কিন্তু প্রস্তাবিত অধ্যাদেশ জারির সময় এমন কিছু সূক্ষ্ম পরিবর্তন করা হয় যার ফলে বিআইটি পরিচালনায় বিঘ্ন ঘটেছে ও ঘটছে এবং বিআইটি প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হচ্ছে। এতদসত্ত্বেও নবগঠিত বিআইটি-গুলো উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত অধুনালুপ্ত প্রকৌশল মহাবিদ্যালয়ের দীর্ঘদিনের একাডেমিক সমস্যাসমূহ বহুলাংশে সমাধান করতে সক্ষম হয়েছে। ১৯৮৬ সালে বিআইটি প্রতিষ্ঠার পরপরই staff development and curriculum development আশু সমস্যা বিবেচিত হওয়ায় প্রথমেই এ বিষয়ে নজর দেয়া হয়। সে সময় ১৭-৯-৮৬ইং তারিখে বিআইটির ভবিষ্যৎ রূপরেখা, কার্যক্রম ও পরিকল্পনা সম্পর্কে প্রস্তাবনা তদানীন্তন শিক্ষা সচিব কাজী আজাহার আলীর নিকট পেশ করা হয়। staff and curriculum development সম্পর্কে তখন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের TAPPও পেশ করা হয়। বিআইটি প্রতিষ্ঠার প্রথমদিকে যেসব একাডেমিক ব্যবস্থাদি গৃহীত হয়েছিল তার মধ্যে সম্মিলিত ভর্তি পরীক্ষা প্রবর্তন, পুরাতন শিক্ষা পদ্ধতির পরিবর্তে সেমিস্টার পদ্ধতি ও গ্রেড সিস্টেম হয়েছে প্রবর্তন (যা প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় এখন প্রবর্তন হয়েছে), শিক্ষকদের উচ্চ শিক্ষার ব্যব-স্থাকরণ, সিডা-এর আর্থিক সহযোগিতায় বিআইটি রাজশাহীর সাথে কানাডার মেমোরিয়াল ইউনিভার্সিটি অব নিউ ফাউন্ডল্যান্ড-এর একাডেমিক লিংকেজ প্রোগ্রামের মাধ্যমে সেখানে একটি ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইলেক-ট্রনিক্স ল্যাবরেটরী প্রতিষ্ঠা, প্রতি বিআইটিতে আধুনিক কম্পিউটার সেন্টার প্রতিষ্ঠা ও তৎসম্পর্কিত বিভিন্ন ধরনের অত্যাধুনিক সফটওয়্যার-এর ব্যবস্থাকরণ, প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারে বিভিন্ন শাখার সাম্প্রতিক সংস্করণের পুস্তকাদি সংগ্রহ-করণ, গবেষণার প্রয়োজনে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন শাখার চলতি আন্তর্জাতিক প্রযুক্তিগত সাময়িকী সংগ্রহের ব্যবস্থা, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষজ্ঞ শিক্ষকদের সাথে সংযোগ স্থাপন ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। উল্লিখিত কার্য-ক্রমের ফলাফল হিসেবে যা বিশেষভাবে লক্ষণীয়ঃ আজ বিআইটি ও বুয়েটের মধ্যে বৈষম্য অনেকাংশে দূরীভূত হয়েছে বলে অনেকেই মনে করে থাকেন; বিভিন্ন নিয়োগের ক্ষেত্রে নির্বাচনী পরীক্ষায় বিআইটির ছাত্রছাত্রীরা বুয়েটের ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে এবং অনেক ক্ষেত্রেই এরা বুয়েটের ছাত্র-ছাত্রীদের থেকে তুলনামূলকভাবে ভালোও করছে; সম্প্রতি যে সমস্ত বিআইটির ডিগ্রীধারী ছাত্রছাত্রী বুয়েটে স্নাতকোত্তর কোর্সে পড়াশুনা করছে, তারা বুয়েটের শিক্ষকদের প্রশংসা কুড়াতে সক্ষম হয়েছে; বিসিএস পরীক্ষার ফলাফলে বিআইটির ছাত্রছাত্রীদের সাথে বুয়েটের ছাত্রছাত্রীদের কোন পার্থক্যই পরিলক্ষিত হচ্ছে না। তাছাড়াও প্রতিবছরই বিআইটি থেকে কিছুসংখ্যক ছাত্রছাত্রী বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে লেখাপড়া করার সুযোগ পাচ্ছে এবং সেখানে দৃষ্টান্তমূলক একাডেমিক সাফল্যের জন্য পুরস্কৃতও হচ্ছে।

আজ আর বিআইটিসমূহে শিক্ষকদের কোন পদ শূন্য নেই। যোগ্যতম শিক্ষক বহুলাংশেই সংগ্রহ করা গেছে। প্রায় ৪০ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা ইতিমধ্যে পিএইচডি লাভ করেছেন। আরো প্রায় ৫০ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা দেশে বিদেশে পিএইচডি লাভের জন্য শিক্ষারত আছেন। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের গবেষণামূলক প্রবন্ধ দেশী-বিদেশী জার্নালে প্রকাশিত হচ্ছে, তারা স্ব স্ব গবেষণার ক্ষেত্রে মৌলিক অবদান রাখছেন ও আন্তর্জাতিকভাবে সে স্বীকৃতিও লাভ করেছেন এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক কনফারেন্স, সেমিনার, সিম্পোজিয়ামে তাদের গবেষণামূলক প্রবন্ধ গৃহীত ও পঠিত হচ্ছে। এমনকি এদের কেউ কেউ জাতীয় পর্যায়ের বিশেষজ্ঞ কমিটির সদস্য হিসেবে কাজ করছেন। বিআইটিতে এখন স্নাতকোত্তর কোর্স শুরু হয়েছে; বিআইটি আজ বুয়েটের অনুরূপই Post Graduate Institute। তাছাড়া বিআইটিতে বেশ কয়েকটি গবেষণামূলক কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার বিষয় চূড়ান্ত অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে। এখানে বিশেষ স্বস্তিদায়ক বিষয় এই যে, বিআইটিসমূহ আজ অনেকাংশেই প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে শিখেছে। তাছাড়াও বিশ্বব্যাংক ও ওপেকের ২১০০ লাখ ও ৫০০ লাখ (১ ডলার= ৩১ টাকা) টাকার আর্থিক সহায়তায় বিআইটিসমূহে কারিগরি যন্ত্র স্থাপনা, Staff develop-ment ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রম সংক্রান্ত প্রকল্পের কাজ শেষ হয়েছে।

অনেক আশা নিয়ে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিআইটিসমূহ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এটা কেবল প্রকৌশল মহা-বিদ্যালয় থেকে বিআইটিতে নামের পরি-বর্তন নয়; প্রকৌশল ও প্রযুক্তি শিক্ষাকে বাস্তব ও কর্মমুখী করে শিল্পের সঙ্গে শিক্ষার ঘনিষ্ঠ সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে প্রযুক্তির বিকাশ ও দেশের সার্বিক উন্নতিই ছিল এর প্রধান লক্ষ্য। পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র ভারত এ দেশের মতই দরিদ্র দেশ, কিন্তু প্রযুক্তির ক্ষেত্রে ভারত আজ উন্নত দেশগুলোর প্রায় সমকক্ষ। ভারতের এই অভূতপূর্ব প্রযুক্তির বিকাশ ও জনশক্তির উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে প্রধানত যথাযথ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি শিক্ষার মাধ্যমে। এ ব্যাপারে প্রধানতম ও মূল অবদান রেখেছে ভারতের আই-আইটিসমূহ। যদিও ভারতে শতাধিক প্রকৌশল মহাবিদ্যালয় ও বেশকিছু প্রকৌ-শল বিশ্ববিদ্যালয় আছে, কিন্তু প্রযুক্তি শিক্ষার উন্নয়ন ও বিকাশে কোন প্রতি-ষ্ঠানই আইআইটি-এর সমতুল্য বা সমকক্ষ নয়। আইআইটিগুলো ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় পরিষদ ও কমনওয়েলথ ইউনিভার্সিটি এসোসিয়েশনের সদস্য এবং এগুলো deemed to be university। ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণে এই প্রতিষ্ঠানসমূহের বাজেট ও অন্যান্য অনু-দান বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ে অনেক বেশি। এই আইআইটিগুলোর মান ও প্রশিক্ষণ কেবলমাত্র সেদেশেই প্রশংসিত নয়; বিশ্বের উন্নত দেশগুলোতেও সেখানকার স্নাতক ডিগ্রীধারীদের রয়েছে বিপুল চাহিদা। এসবই সম্ভব হয়েছে আই-আইটির স্বপ্নদ্রষ্টা পন্ডিত নেহেরুর ও তৎপরবর্তিতে অন্যান্য রাজনৈতিক নেতৃ-বৃন্দের দূরদর্শিতা এবং সর্বোপরি আই-আইটিগুলোর প্রতি সরকারের একনিষ্ঠ পৃষ্ঠপোষকতার দ্বারা। এসব বিষয়াদি প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান যথাযথ অনুধাবন করেই দেশ ও জাতির স্বার্থে বিআইটি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করে-ছিলেন।

সকলেই আশা করেছিল যে, আই-আইটির মতো বিআইটিসমূহও সরকারের সর্বোচ্চ পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে এ দেশে প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও লালনে তাদের যথাযথ ভূমিকা রাখতে পারবে। কিন্তু বাস্তবে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতার ব্যাপারে পরি-স্থিতি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। বিআইটিসমূহ বিগত সরকারের আনুকূল্য লাভে ব্যর্থ হলেও, বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর বিশেষভাবে প্রত্যাশা করা হয়েছিল যে, রাষ্ট্রপতি জিয়ার ১৯ দফা কর্মসূচী বাস্তবায়নে এ সরকার যেমন বদ্ধপরিকর তেমনি জিয়ার বিআইটি প্রতিষ্ঠার প্রকল্পটি বাস্তবায়নে অধিকতর তৎপর হবেন। সভা-সমিতি ও বক্তৃতায় প্রযুক্তির উন্নয়নে সরকার তৎপর হলেও বাস্তবে বিআইটিসমূহের ব্যাপারে প্রশাসনের ভূমি-কার কোন পরিবর্তনই হয়নি।

নিঃসন্দেহে বিআইটি কাউন্সিল একটি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন 'পরিষদ'। এর সভাপতি হলেন মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী স্বয়ং, এর সহ-সভাপতি প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপা-চার্য বা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত দেশের কোন প্রখ্যাত প্রকৌশলী শিক্ষাবিদ। বর্তমানে এই কাউন্সিলে প্রকৌশল বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বর্তমান ও সাবেক ৩ জন উপাচার্যসহ সচিব পর্যায়ের দু'জন সদস্য,

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 23 NOV 1993
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৪

যুগ্ম সচিবের পদমর্যাদার নিচে নয় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের এরূপ চারজনসহ বেশ কয়েকজন প্রখ্যাত প্রকৌশলী ও শিক্ষাবিদ সদস্য আছেন। এই কাউন্সিল বিআইটি'র সংবিধির কিছু সংশোধনী প্রস্তাব, বিআইটিসমূহের Organogram ও Service Rule সহ কিছু প্রস্তাব সরকারের অনুমোদনের জন্য মন্ত্রণালয়ে পাঠায়। অদ্যাবধি সেসব প্রস্তাবসমূহ সরকারের অনুমোদন লাভ করেনি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে শুধু Post Graduate degree দেয়া হয় এরূপ বিভাগে Professor-এর সংখ্যাই ৭ জন। অথচ বিআইটিতে Post graduate ও under graduate degree দেয় এইরূপ বিভাগে প্রফেসর পদ ২টি ও Associate professor-এর পদ ৩টি মাত্র। ঠিক এমনি পরিস্থিতিতে বিআইটি সাত বছর ধরে চলে আসছে। অথচ বিস্ময়কর বিষয় যে, এর Organgram ও Service Rules এখনও পাস হয়নি। তাই এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা অত্যাবশ্যক যে, কাউন্সিল অব বিআইটি, বিআইটির সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারক 'পরিষদ' হওয়া সত্ত্বেও, মন্ত্রণালয় কর্তৃক এই কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত ও সুপারিশ যেভাবে উপেক্ষিত হয়ে আসছে, তাতে বিশেষজ্ঞ ও শিক্ষাবিদদের ভূমিকা দেশের জন্য তথা সরকারের জন্য, কতটা অপরিহার্য সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকে বৈকি।

তাছাড়াও বিআইটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয় এরূপ কতিপয় রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের বিআইটির প্রশ্নে অতিরিক্ত আগ্রহ ও অনভিপ্রেত হস্তক্ষেপের কারণে বিআইটির প্রশাসনিক শৃংখলা বিঘ্নিত হচ্ছে। তদুপরি ঐ সমস্ত ব্যক্তিঅনভিপ্রেত আগ্রহ ও হস্তক্ষেপের কারণে বিআইটির প্রশাসন কিছুসংখ্যক শিক্ষক ও ছাত্রের ওপর প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছে, যা বিআই-টির মত Teaching & Training প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ও আদর্শের বিপর্যয়ের অন্যতম কারণ হিসেবে গণ্য করা যায়। এরূপ অবস্থার শিকার বিআইটি রাজশাহী ও বিআইটি চট্টগ্রাম। বিগত বছরগুলোতে সেশনজট বিআইটি রাজ-শাহীতে না থাকলেও গত দু'বছরে বিআইটি রাজশাহীর সেশন এক বছর পিছিয়ে গেছে। বিআইটি ঢাকা ও বিআইটি খুলনা শত প্রতিকূলতার মাঝেও সেশনজট ছাড়া চলে আসছে এবং সারাদেশে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

এছাড়াও কতিপয় ছাত্রের সন্ত্রাসের মুখে প্রফেসর ডঃ ওয়াসিউজ্জামানের পদত্যাগের পর বিভিন্ন কারণে এ পর্যন্ত বেশ কয়েকজন বিআইটি রাজশাহীতে পরিচালকের দায়িত্বভার পরিবর্তন করতে হয়েছে। অধ্যাপক জি এম হাবিবুল্লাহ ও অধ্যাপক এ এম রেজাউল করিম তালুক-দারকেও পর্যায়ক্রমে তথাকার পরিচাল-কের দায়িত্বভার অর্পণ করা হয়েছিল। সেখানকার চেয়ারম্যান মহোদয়ের মতে এবং কাউন্সিলের নির্বাহী কমিটির বিবেচনায় তারা উভয়েই এ দায়িত্বের উপযোগী সাড়া দিতে পারেননি, তথা নিজেদের গ্রহণযোগ্যতা প্রমাণ করতে পারেননি। অধিকন্তু বিচারপতি ওয়াদুদ চৌধুরীর তদন্তে তারা উভয়েই অভিযুক্ত এবং বর্তমানে বিচারাধীন। বিচারপতি চৌধুরীর মতে তারা প্রতিষ্ঠানের জন্য ক্ষতিকর। অথচ এইরূপ ব্যক্তিদেরকে পরিচালক হিসেবে নিয়োগদানের জন্য বিভিন্ন মহলের চাপ অব্যাহত আছে। যার ফলে আজ প্রায় দু'বছর হতে চলল সেখানকার পরিচালক নিয়োগ সম্ভব হয়নি। তদুপরি বিআইটি চট্টগ্রামের জন্য কোন পরিচালক পাওয়া যায়নি। তাছাড়া বিআইটি শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন এক প্রতিবেদনে বলেছে যে, বিআইটিতে জ্যেষ্ঠতম শিক্ষকদের সংখ্যা খুবই অপ্রতুল এবং তাদের অনেকেই দায়িত্বে উপযোগী সাড়া না দিতে পারার কারণে বিআইটি-সমূহের একাডেমিক কাউন্সিল কার্য-কারিতা হারাচ্ছে এবং এসময়ে প্রশাসন দুর্বল হয়ে পড়ছে।

সকলেই নিশ্চয় অনুধাবন করবেন যে, শুধুমাত্র প্রশাসনিক সমস্যার সমাধান ও পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে বিআইটিগুলো ব্যর্থতার মুখ দেখবে তা প্রত্যক্ষ করা সবারই জন্য অত্যন্ত পীড়াদায়ক। সে বিষয় বিশেষভাবে বিবেচনা করে বিআইটি-সমূহের প্রশাসনিক সংকট নিরসনের জন্য জরুরী ভিত্তিতে উদ্যোগ গ্রহণ করা আবশ্যক।

সার্বিক বিষয় বিবেচনা করে নিম্নে বর্ণিত প্রস্তাবাবলী বাস্তবায়ন আবশ্যকঃ

১· প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের জন্মলগ্নে প্রতিষ্ঠানের Ordinance & Statutes-এর সঙ্গে প্রতিষ্ঠানের Service Rule ও Organogram প্রদান করা হয়। বিআইটি Ordinance জারি হওয়ার ৭ বছর পরও Service Rule ও Organogram সরকারের অনুমোদন লাভ করেনি। সুতরাং Service Rule ও Organogram জরুরী ভিত্তিতে অনুমোদনের ব্যবস্থা করা হোক।

২· Ordinance- এর পূর্বে 5 (f) ও 18 (a) এর আংশিক সংশোধন করে বিআইটিতে পদ সৃষ্টি এবং দেশের চাহিদা উপযোগী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি সম্পর্কিত বিভাগ ও শাখা খোলার ক্ষমতা সরকারের পরিবর্তে বিআইটি কাউন্সিলের ওপর ন্যস্ত করা হোক। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের এরূপ ক্ষমতা প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটের ওপর ন্যস্ত। বিআইটিসমূহের বোর্ড অব গভর্নরস সিন্ডিকেটের সমতুল্য এবং বিআইটি কাউন্সিল বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের অনুরূপ বিআইটির সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারক 'পরিষদ', যার সভাপতি মাননীয় শিক্ষা-মন্ত্রী স্বয়ং, চার মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব পর্যায়ের নিচে নয় এরূপ চারজন এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ের খ্যাতনামা বিশেষজ্ঞ ও শিক্ষাবিদ, এরূপ ব্যক্তিবর্গ বিআইটি কাউন্সিলের সদস্য। বর্তমানে এই বিআইটি কাউন্সিলে প্রকৌশল বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বর্তমান ও সাবেক উপাচার্যসহ তিনজন উপাচার্য, সচিব পর্যায়ের দু'জন সদস্য, চারজন যুগ্ম সচিবসহ আরো বেশ কয়েকজন প্রখ্যাত প্রকৌশলী ও শিক্ষাবিদ সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

৩· খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে যেভাবে ৩০,০০০ টাকা মাসিক বেতনে চুক্তি ভিত্তিতে Professor পদে শিক্ষক নিয়োগ করা হয়, বিআইটিতেও এইভাবে চুক্তি ভিত্তিতে পরিচালকের পদ ও কিছু শিক্ষকের পদে প্রতিষ্ঠানের বাইরে থেকে যোগ্য ব্যক্তিদের নিয়োগ করা হোক।